কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে বিদেশি পিস্তল, গুলি ও ম্যাগজিনসহ ৩ জন আটক

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে পুলিশের অভিযানে বিদেশি পিস্তল, গুলি ও ম্যাগজিনসহ ৩জন আটক হয়েছে।

গত শনিবার (১৪ ডিসেম্বর) রাতে দৌলতপুর উপজেলার হোগলবাড়ীয়া ইউনিয়নের জয়রামপুর এলাকায় চেক পোষ্ট বসিয়ে অস্ত্র ও গুলিসহ তাদের আটক করা হয়।।

আটককৃতরা হলো কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (ইবি) থানার দুর্বাচরা এলাকার আব্দুল হাকিম ওরফে আকমলের ছেলে মো. আশিকুজ্জামান (৩২), একই এলাকার মো. শহিদুল ইসলামের ছেলে মো. আবু জাফর (৩২) ও রবিউল সরদারের ছেলে মো. রাসেল হোসেন (২৫)।

দৌলতপুর থানা পুলিশ সূত্র জানায়, কুষ্টিয়া-প্রাগপুর সড়কের জয়রামপুর এলাকায় পুলিশের অস্থায়ী চেক পোষ্টে তল্লাশী অভিযান চলাকালে একটি সিএনজি থামিয়ে তাতে তল্লাশী চালানো হয়। এসময় সিএনজিতে থাকা যাত্রী বেশে মো. আশিকুজ্জামান,নমো. আবু জাফর ও মো. রাসেল হোসেনকে ১টি বিদেশি পিস্তল, ৬ রাউন্ড গুলি ও ১টি ম্যাগজিনসহ আটক করে পুলিশ।

দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (ওসি) মো. নাজমুল হুদা বলেন, প্রতিদিনের ন্যায় পুলিশি চেক পোষ্টে একটি সিএনজিতে ৩জন যাত্রীবেশে অস্ত্র পাচারকালে পুলিশের সন্দেহ হলে তাতে তল্লাশি চালানো হয়। এসময় তাদের কাছে থেকে অস্ত্র, গুলি ও ম্যাগজিন উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় থানায় অস্ত্র আইনে মামলা হয়েছে।

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে লাঠির আঘাতে চাচাতো ভাইয়ের মৃত্যু

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে মাদকাসক্ত ভাইয়ের লাঠির আঘাতে চাচাতো ভাই নিহত হয়েছেন। আজ শনিবার (২৩ নভেম্বর) সকালে উপজেলার হোগলবাড়িয়া ইউনিয়নের সোনাইকুন্ডি লস্কর পাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত আপেল লস্কর (৫০) মাছ ব্যবসায়ী ছিলেন, আর তার চাচাতো ভাই সাজেদুল লস্কর (৩২) মাদকাসক্ত হওয়ায় তার নেশার জন্য টাকা সংগ্রহ করতে গিয়ে এ নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটায়। স্থানীয়রা ঘাতক সাজেদুলকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেছে।

নিহত আপেল লস্কর সোনাইকুন্ডি লস্কর পাড়া এলাকার মৃত আমজাদ লস্করের ছেলে ও আটক সাজেদুল লস্কর মৃত রেজওয়ান লস্করের ছেলে।

স্থানীয়দের বরাত দিয়ে পুলিশ জানায়, আজ শনিবার ভোরে আপেল লস্কর বাড়ি থেকে ভেড়ামারায় মাছ কেনার উদ্দেশে যাচ্ছিলেন। বাড়ির সামনে রাস্তায় পৌঁছালে আগে থেকে ওত পেতে থাকা সাজেদুল মোটা একটি লাঠি দিয়ে আপেলের মাথায় আঘাত করলে তার মৃত্যু হয়। এ সময় স্থানীয়রা তাকে ধরে ফেলে পুলিশকে খবর দেয়।

দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ আউয়াল কবির বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, চাচাতো ভাইয়ের লাঠির আঘাতে আপেল লস্কর নামের একজনের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় চাচাতো ভাইকে আটক করা হয়েছে। আপেল লস্কর মাছ ব্যবসায়ী ছিলেন। সে সকালে টাকা নিয়ে মাছ কিনতে যাচ্ছিল এসময় মাদকাসক্ত সাজেদুল নেশার টাকা ম্যানেজ করতে আপেল লস্করের কাছে থাকা টাকা নিয়ে যাওয়ার সময় লাঠি দিয়ে আঘাত করে আপেল লস্করের হত্যা করে। নিহতের লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কুষ্টিয়া সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হচ্ছে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

খলিশাকুন্ডি ইউনিয়নের ছাতারপাড়া গ্রামের রমজান মন্ডলের ছেলে।

নিহতের পরিবার, পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পূর্ব শত্রুতা ও আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুই ভাইকে কুপিয়ে হত্যা করেছে প্রতিপক্ষের লোকজন। এলোপাতাড়ি কুপিয়ে ও মারধর করে পালিয়ে যায় হামলাকারীরা। গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয়রা তাদেরকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে জরুরি বিভাগের দায়িত্বরত চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন।

দুই ভাইকে হত্যার ঘটনায় এলাকায় থমথমে পরিবেশ বিরাজ করছে। যে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সামাল দিতে পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। নিহতের পরিবার হত্যাকারীদের দ্রুত ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

দৌলতপুর থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ আওয়াল কবির জানান, পূর্বশত্রুতার জেরে প্রতিপক্ষের হামলায় হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অপরাধীদের কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না। এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক আছে।

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে ইউপি চেয়ারম্যানকে গুলি করে হত্যা

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে নঈম উদ্দিন ওরফে সেন্টু নামের এক ইউপি চেয়ারম্যানকে নিজ পরিষদে গুলি করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। ঘটনার পর আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে ওই এলাকায়।

আজ সোমবার (৩০ সেপ্টেম্বর) বেলা ১২টার দিকে উপজেলার ফিলিপনগর ইউনিয়ন পরিষদে (ইউপি) এই ঘটনা ঘটে।

নিহত ইউপি চেয়ারম্যান নঈম উদ্দিন ওরফে সেন্টু দৌলতপুর উপজেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি ছিলেন।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, প্রতিদিনের মতো সকালে

ইউনিয়ন পরিষদের কর্যালয়ের নিজ কক্ষে বসে কাজ করছিলেন চেয়ারম্যান নঈম উদ্দিন। বেলা পৌনে ১২টার দিকে চেয়ারের পেছনে থাকা জানালা দিয়ে দুর্বৃত্তরা তাকে কয়েক রাউন্ড গুলি করে। গুলির শব্দে স্থানীয়রা ছুটে গেলে তাদেরকেও লক্ষ্য করে গুলি চালায় দুর্বৃত্তরা। এরপর স্থানীয়রা চেয়ারম্যানের কক্ষে তালা মেরে রাখে। এ ঘটনার পর এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে চেয়ারম্যানের লোকজন ইউনিয়ন পরিষদে আসলে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশকে ঘটনাস্থলে যেতে বেগ পেতে হয়।

এ ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বলেন, এলাকায় এখনো উত্তেজনা বিরাজ করছে এবং তা নিয়ন্ত্রণে চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ। তবে এখনো মরদেহটি উদ্ধার করতে পারেনি পুলিশ। পড়ে আছে ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়েই।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক ব্যক্তি জানিয়েছেন, বিএনপির রাজনীতি করলেও রাজনীতিতে তিনি নিস্ক্রিয় ছিলেন। আওয়ামী লীগ নেতাদের সাথে হাত মিলিয়ে চেয়ারম্যান পদে নির্বাচন করেছেন। বিভিন্ন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাদের সাথে তার স্বাক্ষাৎ ছিল।

দৌলতপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা বলেন, চেয়ারম্যান নঈম উদ্দিন সেন্টু এক সময় উপজেলা বিএনপির সহ-সভাপতি ছিলেন। দীর্ঘদিন তিনি নিরপেক্ষ ছিলেন। রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন না।

কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পলাশ কান্তি নাথ বলেন, চেয়ারম্যান নিজ কক্ষের চেয়ারেই বসে ছিলেন। তাকে পেছন থেকে জানালা দিয়ে গুলি করেছে দুর্বৃত্তরা। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। ওই এলাকায় চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। পুলিশ ও সেনাবাহিনী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে।

পদ্মায় পানি বৃদ্ধিতে দৌলতপুরের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত

টানা বৃষ্টি আর উজান থেকে নেমে আসা ঢলে পদ্মার পানি বাড়ছে। এর ফলে কুষ্টিয়ার সীমান্তবর্তী উপজেলা দৌলতপুরের ৪টি ইউনিয়নের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে উপজেলার চিলমারি এবং রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নের ৩৪টি গ্রাম প্লাবিত হয়েছে।

লোকালয়ে পানি না ঢুকলেও নিম্নাঞ্চলের আবাদি ফসল তলিয়ে গেছে। এতে প্রায় ২শ’ হেক্টর জমির মাসকলাই আর মরিচ ক্ষেত ডুবে গেছে। ডুবে গেছে রাস্তা ঘাটও। সাময়িক বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে দু’টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম। এভাবে পানি বাড়তে থাকায় এলাকাবাসী শঙ্কায় থাকলেও পানি উন্নয়ন বোর্ড আর স্থানীয় প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা বলছেন বৃষ্টি না হলে পদ্মার পানিও কমতে থাকবে।

কুষ্টিয়া পানি উন্নয়ন বোর্ডের তথ্য বলছে, দৌলতপুর অংশে পদ্মার পানি বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। গত ১৪ সেপ্টেম্বর থেকে পদ্মায় পানি বাড়ছে। উপজেলার ভাগজোত এলাকায় গত ১০ দিনে ১.৭৩ সেন্টিমিটার পানি বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিদিন গড়ে ০.১৭ সেন্টিমিটার পানি বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ পয়েন্টে বুধবার বেলা ১২টা পর্যন্ত পানির উচ্চতা ছিল ১৪.২৬ সেন্টিমিটার। যা বিপদসীমার ১.৪৪ সেন্টিমিটার নিচে।

এদিকে দৌলতপুরের নিম্নাঞ্চল পানিতে তলিয়ে যাওয়ায় শঙ্কায় পড়েছেন উপজেলার ৪ ইউনিয়নের প্রায় ৩৬ গ্রামের মানুষ। বসতবাড়িতে পানি না ঢুকলেও বাড়ির আশপাশে ঢুকে পড়েছে পানি। এতে পানিবন্দি হয়ে পড়েছেন ওইসব এলাকার প্রায় ৫০ হাজার মানুষ। ক্ষেতের ফসল বিশেষ করে মাসকলাই আর মরিচের ক্ষেত ডুবে যাওয়ায় ভীষণ ক্ষতির শঙ্কায় পড়েছেন তারা।

রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নের সোনাতলা গ্রামরে কৃষক আমিরুল ইসলাম জানান, এবার তিনি চরে ৮ বিঘা জমিতে মাষকলাইয়ের আবাদ করেছেন। কিন্তু পদ্মার পানি বেড়ে যাওয়ায় তার কলাইক্ষেত ডুবে গেছে। এতে ভীষণ ক্ষতির মুখে পড়তে হবে বলেও জানান তিনি।

একই ইউনিয়নের সাহেবনগর গ্রামের আনারুল ৭ বিঘা মাসকলাই আবাদ করেছেন। ক্ষেতের সবটুকুই তলিয়ে গেছে পানিতে। ফলে অর্থনৈতিকভাবে

চরম ক্ষতির সম্মুখীন হবেন তিনি।

পার্শ্ববর্তী চিলমারি ইউনিয়নের ১৮টি গ্রামের নিম্নাঞ্চল তলিয়ে গেছে। বসতবাড়িতে পানি না ঢুকলেও অবশিষ্ট নেই ওই এলাকার কোনো ফসলি জমি। কৃষক ফয়জুর রহমান স্বাধীন জানান, এবার তিনি ১৪ বিঘা জমিতে মাষকলাই আবাদ করেছেন। আগামী অগ্রহায়ণ মাসের শেষের দিকে ফসল ঘরে তোলার কথা। কিন্তু আকস্মিক বন্যায় তার ক্ষেতের সব মাষকলাই ডুবে গেছে। এতে আর্থিকভাবে চরম ক্ষতির মুখে পড়েছেন।

চিলমারি ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান সৈয়দ আহমেদ একজন বড় চাষি। এবার তিনি ৩৪ বিঘা জমিতে মাষকলাইয়ের আবাদ করেছেন। পদ্মার পানি আকস্মিকভাবে বেড়ে যাওয়ায় মাষকলাই ক্ষেতের সবটুকুই ডুবে গেছে। পানি না কমলে সব ফসল নষ্ট হয়ে যাবে।

রামকৃষ্ণপুর ইউপি চেয়ারম্যান সিরাজ মন্ডল বলেন, আকস্মিক পদ্মায় পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়ে মাষকলাই, মরিচসহ ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। তার ইউনিয়নের প্রায় ১৬টি গ্রামের মানুষ পানিবন্দি হয়ে পড়েছে।

দৌলতপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা নুরুল ইসলাম লেমন জানান, চলতি মৌসুমে এ উপজেলায় দুই হাজার হেক্টর জমিতে মাসকলাই চাষ হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রার ৬৫ শতাংশই চাষ হয় চরাঞ্চলে। ইতোমধ্যে প্রায় ২শ’ একর জমির মাসকলাই ও মরিচ ক্ষেতের ক্ষতি হয়েছে। পদ্মার পানি আকস্মিক বৃদ্ধিতে জমির ফসল তলিয়ে যাওয়ায় কৃষকরা বড় রকমের ক্ষতির মুখে পড়েছেন। সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে চিলমারী ও রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নে।

কুষ্টিয়া পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী রাশিদুর রহমান বলেন, ভারী বর্ষণ ও ভারতের উজান থেকে নেমে আসায় গত ১০ থেকে ১২ দিন ধরে পদ্মায় পানি বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। আরও দু’একদিন পানি বৃদ্ধি পেতে পারে। তারপর কমতে পারে পানি। বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নদী ভাঙনরোধে উপজেলার উদয়নগর বিজিবি ক্যাম্পের নিকট জিও ব্যাগ ও টিউব ফেলা হচ্ছে।

দৌলতপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ওবাইদুল্লাহ বলেন, বন্যা পরিস্থিতি সম্পর্কে স্থানীয় চেয়ারম্যানসহ সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। পরিস্থিতি বুঝে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] (XX) [illegible] [illegible] [illegible] (XXXXX XXXXXX XXXXXXX) XX XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX [illegible] XXXXX XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXX XXX XXX

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] XXXXXX

[illegible] [illegible] X [illegible] XXXXX, [illegible] [illegible] [illegible] XXXXX [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

গাঁজাসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর থেকে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে ৪ কেজি গাঁজাসহ রুবেল হোসেন (৩২) নামে এক মাদক কারবারীকে আটক করেছে।

শনিবার র্যাব-১২’র সিপিসি-১, কুষ্টিয়া কোম্পানীর একটি চৌকষ আভিযানিক দল ‘‘কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর থানাধীন বাগুয়ান কান্দিরপাড়া গ্রামে” একটি অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করে।

এসময় চার কেজি গাজা উদ্ধার করা হয়। যার আনুমানিক মূল্য ১ লাখ ২০ হাজার টাকা।

আটককৃত রুবেল হোসেন দৌলতপুর উপজেলার বাগুয়ান এলাকার মোঃ মোজাম্মেল হকের ছেলে।

র্যাব-১২, সিপিসি-১ কুষ্টিয়ার কোম্পানী কমান্ডার লেঃ কমান্ডার বিএনএম আবুল হাশেম সবুজ জানান, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায় যে, আসামিদ্বয় দীর্ঘদিন যাবৎ লোক চক্ষুর আড়ালে কুষ্টিয়া জেলার বিভিন্ন থানা এলাকায় মাদক দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করে আসছিলো।

আটককৃত মাদক ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে দৌলতপুর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। এ ধরণের মাদক উদ্ধার অভিযান সচল রেখে মাদকমুক্ত সোনার বাংলা গঠনে র্যাব-১২, বদ্ধপরিকর বলেও জানান তিনি।

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে ২ জন নিহত

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে গরু পাট খাওয়াকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষে ভ্যালোশ মালিথা (৪০) ও বজলু মালিথা (৪২) নামের দু’জন নিহত হয়েছেন।

এ ঘটনায় উভয়পক্ষের আহত হয়েছে আরও ১০ জন। আহতদেরকে দৌলতপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও কুষ্টিয়া সদর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এরমধ্যে দু’জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা

গেছে।

গতকাল বুধবার বিকেলে উপজেলার ভুরকাপাড়া হাটখোলাপাড়া এলাকায় এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষের ফলে হাটখোলাপাড়া বাজার এলাকায় ঘণ্টাব্যাপী রণক্ষেত্রে পরিণত হয়।

নিহত ভ্যালোশ মালিথা দৌলতপুর উপজেলার মরিচা ইউনিয়নের হাটখোলা গ্রামের রহমত মালিথার ছেলে এবং বজলু মালিথা একই এলাকার গেদু মালিথার ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, গতকাল মঙ্গলবার গরু পাট ক্ষেতে খাওয়াকে কেন্দ্র করে স্থানীয় উজ্জল সর্দ্দার ও বজলু মালিথার মধ্যে বাগবিতণ্ড হয়।

এনিয়ে গতকাল বুধবার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে মরিচা ইউনিয়নের হাটখোলা মসজিদের সামনে দুই পক্ষের মধ্যে আবারো বাগবিতণ্ডর এক পর্যায়ে সংঘর্ষ শুরু হয়। এতে বজলুর রশিদ গ্রুপের বজলু ও ভ্যালোশ মালিথা ঘটনাস্থলেই নিহত হন।

দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মজিবর রহমান জানান, গরু পাট খাওয়াকে কেন্দ্র করে স্থানীয় উজ্জল সর্দ্দার ও বজলু গ্রুপের মধ্যে বাগবিতণ্ডার জের ধরে পুনরায় তাদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। এক পর্যায়ে সংঘর্ষে দু’জন নিহত হন। এ ঘটনায় বেশ কয়েকজন আহত হয়েছে।

এদিকে সংঘর্ষের ঘটনার জের ধরে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এলাকায় থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে।

দৌলতপুরে প্রাগপুরে হেম আশ্রম লালন সঙ্গীত শুনলেন তুরস্কের

রাষ্ট্রদূত

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার প্রাগপুর হেম আশ্রম পরিদর্শন করলেন এবং লালন সঙ্গীত শুনলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত তুরস্কের রাষ্ট্রদূত হিজ এক্সসিলেন মিস্টার মুস্তফা উসমান তুরান।

আজ রবিবার দুপুরে প্রাগপুর হেম আশ্রম পরিদর্শন করেন তিনি। এসময় তাকে গার্ড অব অনার দেওয়া হয়।
বাংলাদেশে বসবাসরত ফরাসি নাগরিক ও লালন সাধক দেবোরাহ কিউকারম্যান জান্নাতের আমন্ত্রণে মোস্তফা ওসমান তুরান হেম আশ্রম পরিদর্শন করেন। প্রবীণ বাউল ফকির নহির শাহ এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা।

তুরস্কের রাষ্ট্রদূত আশ্রমে সাধু ভক্তদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং সেখানে একটি বৃক্ষ রোপণ করেন। এরপর বিকেলের দিকে ঢাকার উদ্দেশে দৌলতপুর ত্যাগ করেন।

এদিন বেলা ১১টার দিকে হেলিকাপ্টার যোগে দৌলতপুর উপজেলার মথুরাপুর ইউনিয়নের মথুরাপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় চত্বরে নামেন তিনি।

এসময় তাকে দৌলতপুর উপজেলা পরিষদের পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট এজাজ আহম্মেদ মামুন,উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আব্দুল জব্বার, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবু রাসেল রাষ্ট্রদূতকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।

হেম আশ্রমের প্রতষ্ঠাতা ফকির নহির শাহ জানান, লালন সাধক দেবোরাহ কিউকারম্যান জান্নাতের আমন্ত্রণে মোস্তফা ওসমান তুরান হেম আশ্রম পরিদর্শন করেন। এসময় আশ্রমে সাধু ভক্তদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। আমরা লালন সঙ্গীত শুনিয়েছি। পরে আশ্রমে একটি আমের গাছ রোপন করেন তিনি (রাষ্ট্রদুত)।

মরমি সাধক ফকির লালন শাহকে নিয়ে গবেষণার জন্য সুদূর ফ্রান্স থেকে ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রথম গবেষণার কাজে বাংলাদেশে আসেন দেবোরা কিউকারম্যান। সাধুসঙ্গে এসে লালন দর্শনের প্রেমে পড়ে যান এই নারী। তারপর আর দেশে ফিরে যাননি। এরপর প্রখ্যাত বাউল ফকির নহির শাহের শিষ্য হন।

অবিবাহিত দেবোরা গুরুর আস্তানায় বসবাসকারী নহির শাহের আরেক শিষ্য রাজনকে বিয়ে করেন। এখনো গুরুর কাছে আত্মিক শান্তি ও সৃষ্টি রহস্য খুঁজতে দীক্ষা নিচ্ছেন। ফকির লালন শাহকে যতই জেনেছেন ততই তার প্রেমে পড়েছেন তিনি। বেড়েছে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রেমবোধ। বর্তমানে কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে বসবাস করছেন তিনি। মাঝে মাঝে ফ্রান্সে ঘুরতে যান। নাম বদল করে হয়েছেন দেবোরা জান্নাত।

উল্লেখ্য, ফকির নহির শাহ বাংলাদেশের একজন প্রবীণ সাধক ও লালনভক্ত। লালন সাঁইজির সঙ্গে তাঁর উত্তরাধিকার সম্পর্ক–লতিকার পর্যায়ক্রমটা এই রকম: ফকির লালন শাহ, ভোলাই শাহ, কোকিল শাহ, লবান শাহ ওরফে আব্দুর রব শাহ, তারপরই ফকির নহির শাহ। আব্দুর রব শাহর প্রধান খলিফা ফকির নহির একাধারে আধ্যাত্মিক গুরু, ভাবসংগীতের শিক্ষক এবং সংগীত সংগ্রাহক।

১৯৭১ সালে ফকির নহির শাহ দেশের প্রয়োজনে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। ১৯৭৪ সালে গুরুবাক্য গ্রহণ করেন এবং ১৯৯৪ সালে খেলাফতপ্রাপ্ত হয়ে কুষ্টিয়ার প্রাগপুরে ‘হেম আশ্রম’ প্রতিষ্ঠা করে আধ্যাত্মিক সাধনায় মগ্ন হন।